যায়যায়দিন

তারিখ ·· 26 JAN 2012 ···
পৃষ্ঠা ··· ৫ ··· কলাম ··· ১ ·····

বেপরোয়া ছাত্রলীগ

সময় থাকতে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিন

২০০১ সালে চারদলীয় ঐক্যজোটের বিজয়ের পর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সারা দেশজুড়ে এক ধরনের চরম অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ক্ষমতার দম্ভে তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে হেন অপকর্ম নেই যা করেনি। তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে ক্ষমতাসীন সরকারকে বারবার অনুরোধ ও সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও তারা তাতে গা করেনি। ফলে পরবর্তী নির্বাচনের সময় জনগণ অত্যন্ত বিরক্তভরে ঐক্যজোটের ওপর থেকে তাদের সমর্থন তুলে নিয়েছিল। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের অঙ্গসংগঠনগুলো বিশেষ করে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ অতীতের এ ঘটনা থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি। দল ক্ষমতায় আসার পর পূর্ববর্তী সরকারের ছাত্র সংগঠনের মতো তারাও ঝড়ো বেগে-তাদের অরাজকতা শুরু করেছিল। এ বিষয়ে দলীয় প্রধানের সতর্কবাণীও তারা কানে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় ছাত্রলীগও কম দৌরাত্ম্য দেখায়নি। ছাত্রলীগ, যুবলীগের কর্মকাণ্ডে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বর্তমান সরকারের ১০০ দিনের সাফল্য মূল্যায়িত হতে পারেনি। এখনো এসব সংগঠন তাদের স্বেচ্ছাচারিতা বজায় রেখে চলেছে। একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিজেদের দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি, হাতাহাতি ও অস্ত্রের ব্যবহার চলছেই। কিছুতেই যেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। জনগণ বারবার একই দৃশ্য ও পরিবেশ দেখার জন্য বর্তমান সরকারকে ভোট দেয়নি। তারা একটি সুন্দর ও সহনীয় পরিবর্তনের আশায় বর্তমান সরকারকে তাদের সমর্থন দিয়েছিল। বিষয়টি সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে নিজ দলের অঙ্গসংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নইলে আখেরে এর পরিণতি কিন্তু সরকারকেই ভোগ করতে হবে।

চাঁদাবাজির টাকা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগের দু'গ্রুপ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। মাগুরা ছাত্র কল্যাণ সমিতির চাঁদার টাকা ওঠানো নিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে গত সোমবার বিকালে বাকবিতণ্ডা হয়। এরই জের ধরে মঙ্গলবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে দু'গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে তারা নিজেদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার ছাত্রদের শিক্ষারপ্রতি অধিক মনযোগী হওয়ার কথা বলছেন, কিন্তু শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করার জন্য দায়ী ছাত্রলীগ, যুবলীগের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। তারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় একের পর এক অঘটন ঘটিয়েই যাচ্ছে। তাদের অনাচারের খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীকে।

ছাত্রসমাজ একটি দেশের চালিকাশক্তি। অতীতে দেশ ও জাতির যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছাত্রসমাজ। ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে ছাত্রসমাজের ভূমিকা গর্বের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু স্বার্থপর রাজনীতিবিদদের দুরভিসন্ধিমূলক পদক্ষেপের ফাঁদে পড়ে ছাত্রসমাজ তাদের অতীত ঐতিহ্য থেকে আজ বহুদূর সরে এসেছে। তাদের হাতে-কলমের পরিবর্তে দেশি-বিদেশি অস্ত্র বেশি শোভা পেতে দেখা যায়। নীতি-আদর্শ চর্চার চেয়ে অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে অর্থ-বিত্ত-প্রতিপত্তি অর্জনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। ফলে আচরণে তারা এতটাই বেপরোয়া ও উদ্ধত যে শুধু বিরোধী মতের বা প্রতিপক্ষকে নয়- নিজ দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ, মারামারিতে জড়িয়ে পড়তেও দ্বিধাবোধ করছে না। একে অন্যকে আহত, নিহত করতেও তাদের বিবেকে বাধে না। অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনে একই চিত্র। বর্তমান সরকারের মেয়াদের আর মাত্র দুই বছর বাকি আছে। নানা কারণে তাদের প্রতি জনমনে যথেষ্ট অসন্তুষ্টি রয়েছে। ছাত্রলীগের এসব কর্মকাণ্ড সেই অসন্তুষ্টির আগুনে ঘি ঢেলে দেবে নিঃসন্দেহে। সমর্থিত দল ক্ষমতায় থাকলেই ছাত্রসংগঠনগুলোকে সবসময় বেপরোয়া আচরণ করতে হবে- এ নেতিবাচক প্রবণতা ও সংস্কৃতি থেকে সংগঠনগুলোকে বেরিয়ে আসার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের বেপরোয়া ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকারকেও অবশ্যই এখন থেকে কঠোর ও সতর্ক হতে হবে। কারণ, আখেরে সরকারকেই এর ফল ভোগ করতে হবে।

> ছাত্রলীগ ও যুবলীগের বেপরোয়া ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকারকেও অবশ্যই এখন থেকে কঠোর ও সতর্ক হতে হবে। কারণ, আখেরে সরকারকেই এর ফল ভোগ করতে হবে।